দৈনিক খবর 25

তারিখ 09 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বোমা গুলী কাঁদানে গ্যাস ঃ ভীতিকর পরিস্থিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষ ঃ গুলীবিদ্ধ ৩

● স্টাফ রিপোর্টার ● দু'দল প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের মধ্যে গুলী বিনিময়ের সময় গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৩ জন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়েছে। ক্যাম্পাস এলাকায় এ সময় কমপক্ষে ২৫ রাউন্ড গুলীবর্ষিত হয়। অস্ত্রধারীদের ছত্রভঙ্গ করার সময় পুলিশ এ সময় ৪ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। বেলা ১২টার দিকে ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীরা জগন্নাথ হল থেকে একটি মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার পর ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত অস্ত্রবাজরা এ সময় কমার্স ফ্যাকাল্টির সামনে অবস্থান নিয়ে গুলীবর্ষণ করতে থাকে। সোয়া ১২টার দিকে মধুর ক্যান্টিনের সামনে ছাত্রলীগের সমাবেশে কামরুজ্জামান আনসারী বক্তৃতা করার সময় একদল যুবক মধুর ক্যান্টিনের সামনে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পরবর্তী সময়ে মধুর ক্যান্টিনের উত্তরদিকে অবস্থিত এমভিএ বিল্ডিং-এর সামনে আরও একটি হাতবোমার বিস্ফোরণ শোনা যায়। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, মধুর ক্যান্টিন, লেকচার থিয়েটার ও বাণিজ্য *শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভবনের দিক থেকে কমপক্ষে ২০ রাউন্ড গুলীবর্ষণের শব্দ শোনা যায়। সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সামনে ছাত্রলীগের কথিত থার্ড ওয়ার্ড গ্রুপ তাপস কুন্ড নামের একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে মারধর করা হয়। তাপস কুন্ড মার্কেটিং ২য় বর্ষের ছাত্র। বেলা ১২টার সময় দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের সময় ছাত্রলীগ নেতা কামরুজ্জামান আনসারী ও আতাউর রহমান আহত হন। গুলীবর্ষণের ঘটনায় সমগ্র ক্যাম্পাসে এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ভর্তিচ্ছু নবাগত ছাত্র-ছাত্রীরা এ সময় দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করলে তাদের মধ্যে কয়েকজন মৃদু আহত হয়। গোলাগুলীর ভয়ে ভীত হয়ে দু'জন ছাত্রীকে লাইব্রেরীর সামনে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা গেছে।

পুলিশ অস্ত্রধারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য ৪ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে লাইব্রেরীর সামনের এলাকায় সবাইকে চোখে রুমাল দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ লাইব্রেরীর ভেতরেও প্রবেশ করে।

এদিকে গোলাগুলীর ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেছেন, বাদল হত্যাকারীদের ছাত্রদলে স্থান দিয়ে আবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টের চেষ্টা চলছে। তারা বলেন, ছাত্রদল আশ্রয় না দিলে বিশ্বজিৎ, মোয়াজ্জেমসহ অন্যান্য খুনীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশের সুযোগ লাভ করতোনা।

সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা জানিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পরে ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন নাজীমুদ্দিন আলম, ফজলুল হক মিলন ও মনিরুজ্জামান মনির। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য গতকাল ক্যাম্পাসে ২ বার মিছিল সমাবেশ করেছে। ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশে নাসিরুদ্দৌজা ও বিধান রায় বক্তৃতা করেন। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভাবমূর্তি বিনষ্টের জন্য আবারো অস্ত্রধারীরা তৎপর হয়েউঠেছে। তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

বিকেলে টিএসসি এলাকায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের সশস্ত্র মহড়া দিতে দেখা গেছে। সন্ধ্যার পর থেকে এ এলাকায় যানবাহন ও পথচারী চলাচল কমে গেছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ১১টায় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে আওয়ামী লীগ অফিসে দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া হলে ক্যাম্পাসে আরও কয়েক রাউন্ড গুলীবর্ষণের শব্দ শোনা যায়।